প্র দী প ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

পতিতা কেন হলুম

কিশোর গ্রন্থালয় ঃঃ কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ ঃ

আশ্বিন, ১৩৫২

প্রকাশ করেছেন ঃ

নরেশচন্দ্র বসু

কিশোর গ্রন্থালয়

১৯৫-১ বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছেপেছেন ঃ

যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস

নিউ ক্রাউন প্রেস

৯১নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

দাম এক টাকা চারি আনা

নীরু,—

আমি যখন সাহিত্য-আসরে চুপি চুপি অনধিকার প্রবেশ করি, আমার চেনা ও জানার ভীড়ে একমাত্র তুই-ই দেখে ফেলেছিলি। যদিও সাহিত্য-আসরে আসন এখনো পাইনি, তবে আশা আছে। জানিসতো মানুষের আশার শেষ নেই; দুর্নিবার তার আশা, আকাশ স্পর্শি তার আকাঙ্খা।—থাক ওসব কথা,—কি বলছিলাম—হ্যাঁ, তোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিকে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি; তাই সমাজ সম্বন্ধে কিছু শুনলেই, যাদের কথা আমার সব চাইতে আগে মনে পড়ে, আজ তাদেরই দুজনকে তুলে দিলাম তোর হাতে। আমার তো জানা নেই—ওদের ন্যায্য মূল্য একমাত্র তুই ছাড়া আর কেউ দেবে কি না।—জানি ওদের অমর্য্যাদা তোর কাছে হবে না; ওদের দেখিস—বড় হতভাগিণী রে।

কলিকাতা
১০-৭-৪৫

তোরই—
দীপু

আমার এই ক্ষুদ্র বইখানিকে সুসাহিত্যিক সুনীল দাসগুপ্ত ও অমর ভট্ট; সাহিত্য সেবক যোগেন দাস ও নিতাই বসু আমাকে নানাদিক দিয়ে যথেষ্ঠ সাহায্য করেছেন; তাই এঁদের দান অস্বীকার করবার নয়।

—লেখক।

পতিতা কেন হলুম

আমাদের বর্ত্তমান সভ্য-সমাজের ভেতর প্রাচীন বর্ব্বর যুগের
অসভ্যতা আজো সভ্যতার মুখোস প'রে লুকিয়ে আছে,
আর সে সমাজের উপর প্রতিপত্তি বিস্তারে
সফলও হয়েছে; কিন্তু প্রকৃত
সভ্যতা আজো পাথরে মাথা
খুঁড়ে মরছে।

এই মাত্র গির্জ্জার ঘড়িতে রাত দেড়টা বাজ্‌লো। তুহিন হন্ হন্ করে এগিয়ে চল্ল। শ্যামবাজার সাইডে কোন একটা বড় রাস্তার বুক চিরে ছোট্ট একটা গলি সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলে গেছে। গলিটা দেখে মনে হয় যত রাজ্যের পাপ এখানে এসে বাসা বেঁধেছে। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বাস—অবশ্য বড় দরের নয়, ছোট দরের। যেমন—গয়লা, মুচি, কুলি, মেথর, ধোপা, খবরের কাগজের হকার, কুলপী বরফওয়ালা ইত্যাদি। তুহিন এই গলির একটা জীর্ণপ্রায় মেসে থাকে—কাজ করে একটা প্রেসে।

রাত দেড়টা। কলিকাতা মহানগরীর কোলাহল বন্ধ হয়ে এসেছে। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর প্রায় সবাই এখন সুপ্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। নীরব—নিস্তব্ধ রাত। মাঝে মাঝে কেবল দু-একটা রিক্সার ক্লান্ত ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দূর—বহুদূর হতে দু-একটি ক্ষুধিত কুকুরের করুণ আর্ত্তনাদ রাতের মৌনতা ভঙ্গ করছে।

আরম্ভ করলাম—যে রাস্তার কথা বলছি সে রাস্তা দিয়ে সাধারণতঃ “ভদ্রলোক” নামধারি কোন শিক্ষিত সুসন্তান সচরাচর যাতায়াত করেন না; কারণ বিষাক্ত হাওয়া লেগে তাঁর শুচি মনকে অশুচি করে দিতে পারে, তাঁর মর্য্যাদার হানি হ’তে পারে—দুর্ব্বল চিত্ত বলে। আর যদিও যায় তাঁদের যাওয়া-আসা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে, আলোকে তাঁরা ভয় করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ অশ্রু! একদিন এই-ই রাস্তা দিয়ে আমাদের অসীমকে যেতে দেখলাম। মনে পড়ে অসীমকে ?—লম্বা-ছিপ্‌ছিপে, রংটা ফর্সা, মাথাময় অযত্নে সজ্জিত বড় বড় চুল—চোখদুটো কিন্তু ভারী সুন্দর—যাকে বক্‌সার দাস বলতো—“That large headed man with thin fingers is very ferocious” —আমাদের সহপাঠী সেই অসীম রায়; প্রফেসররা যার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগে থেকেই foretell করে ছিলেন—এম, এ-তে সে ফার্ষ্ট হবেই। যার বাবা সীমাহীন গুণের জন্য তার নাম রেখেছিলেন অসীম! আজ সেই অসীম ঘুরছে কতগুলো বই হাতে সামান্য আশ্রয় পাবার জন্য এই কুৎসিত পল্লীতে। আজ তার এই অধঃপতন কেন হোল অশ্রু বলতে পারো? —পারোনা। কারণ মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন কতগুলো দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত আসে, যখন মানুষ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তার বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়—আর সেই জন্যই তো মানুষ আজ মানুষ

—অতি মানুষ তাঁরা, যাঁরা এদের এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। পথ শুধু ঘোরাতেই জানে, আশ্রয় দিতে জানে না। ঘুরে মরছিল—শেষে আশ্রয় অসীম পেলো এক জনের কাছে—সে মিনতি! সে বাংলারই মেয়ে, আমাদেরই সমাজের বুকে সে একদিন গড়ে উঠেছিল—তার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে আমাদের বাংলার ধুলি-পরমাণু যতকিছু সব। কিন্তু এতবড় বাংলাদেশে একটু মাথা গোঁজবার স্থান তার হোল না; তাই তাকে আশ্রয় নিতে হোল এই গলীর একটা বাড়ীর ছোট্ট ঘরে। যার জানলার পাশ দিয়ে সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ করে রাত একটা দুটো পর্য্যন্ত বেলফুলের মালা ওয়ালারা হেঁকে যায়, কুলপি বরফওয়ালারা ডেকে চলে—"চাই মালাই বরফ—বাদাম পেস্তার রাবরির বরফ্!" যার বাড়ীর সামনের পানওয়ালাটা সর্ব্বদা শুনতে পায়—পিয়ারী, পান আর দুটো সোডার বোতল দিয়ে যারে!" মিনতি থাকে সেই বাড়ীতে যে বাড়ীর মালিক হচ্ছে এপাড়ার বিখ্যাত ফিরোজা বাড়ীওয়ালী। বাড়ীওয়ালীর পয়সা আছে, এ পাড়ায় নামও সে কিনেছে, তাই শরীরের ওপর চামড়ার স্তরটা একটু বেশী পরিমাণে পড়ে গেছে।

আশ্রয় অসীম পেলো এক অদ্ভুৎভাবে। ঘুরে মরছিল এদিক-ওদিক; হঠাৎ চোখে পড়ে গেল পাশের বাড়ীটা—ঢুকে পড়লো, সামনেই পেলো মিনতিকে। সুশ্রী কুশ্রী বিচার করবার সময় বা ইচ্ছা তার ছিল না—সে শুধু

চেয়েছিল একটা নিরালা আশ্রয়। সদর দরজার পাশ দিয়ে যে বাঁকটা গেছে বাড়ীর ভেতর, সেখানে গি একটা ছোট্ট নমস্কার করে মিনতিকে অসীম জিজ্ঞাসা করলো—"আশ্রয় পাওয়া যাবে ?"

মিনতি একটা ছোট্ট নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে বল্লো "কতক্ষণের" ?

"এক রাত্রির জন্য।"—অসীম ছোট্ট করে জবাব দেয়।

আসুন।—সংক্ষিপ্ত উত্তর। এর বেশী বলবার মিনতির আর কিছু ছিল না।

ঘরে ঢুকে অসীম বল্ল,—"চমৎকার ঘরতো !"

মিনতি মনে করে, অসীম বোধ হয় তাকে ব্যঙ্গ করচে—মুখোস পরা সভ্য সমাজের ব্যঙ্গ অসভ্য বর্ব্বর সমাজের প্রতি। মিনতি রাগে জ্বলে ওঠে। দু-একটা কড়া কথা শুনিয়ে দেবে ভেবেছিল; কিন্তু পারলো না। এ রাস্তার খাতায় একবার নাম লেখালে সম্মান অসম্মান জ্ঞান যে একেবারে ভুলে যেতে হয় মিনতি সেটা ভুলে যায় নি। তাই শুধু উত্তর দিল—"আমাদের মতো লোক এর চাইতে সুন্দর ঘর আর কোথায় পাবে বলুন ?"

"না, না। আমি তা বল্‌ছি না। আপনি কোথায় যেন ভুল করছেন।" তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্ল, "দয়া করে দরজাটা দিয়ে দেবেন ?"

জানো অশ্রু, এখানে এলে লোকের চোখের ওপর পর্দ্দা

ফেলে দরজা বন্ধ করতে হয়। দরজা বন্ধ করে মিনতি এগিয়ে এলো। কিন্তু কিন্তু ক'রে অসীম বল্ল,—"মাপ্ করবে· 'আর একটি বার আপনাকে বিরক্ত করবো— বড় খিদে পেয়েছে, কিছু খাবার আনাতে পারেন?"—বলে অসীম একখানা দশ টাকার নোট্ এগিয়ে দিল।

—কি খাবেন বলুন?

—বিশেষ কিছু নয়; যা আপনার ভালো লাগে······

—বাঃ, আপনি খাবেন, আর আমার ভাল লাগে মানে?

—আপনি বুঝি বাদ যাবেন ভেবেছেন?

—না, না, না, আমার এখন খিদে পায়নি—আপনি কী খাবেন বলুন?

—ও, আপনার আবার একটু জাতি বিচার আছে বোধ হয়? কারো ছোঁয়া খান না, না?

—আমাদের আবার জাত-অজাত—আমরা যে সব জাতের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছি।

মিনতি জানে আজ তার কোন জাত নেই—কিন্তু একদিন ছিল।—যখন সে স্কুলে পড়তো; যখন মিনতি বাপ-মায়ের নিবিড় স্নেহ বন্ধনে বাঁধা ছিল—কিন্তু আজ তার পরিচয় শুধু "বারবনিতা" আর কিছুই নয়—আজ সে একাকার।

খাবার এলো—তার সদ্ব্যবহারও হোল। কিন্তু খাওয়ার পর একবার এক কাপ চা না হ'লে অসীমের চলে না। তাই

তাকে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলতে হোল—'দেখুন খাওয়ার পর এক কাপ চা না হ'লে আমার কি রকম পেট ভরে না.........,

—অর্থাৎ এক কাপ চা চাই কেমন তো ?

—ঠিক বলেছেন।—ওই ছেলেটাকে আর একবার ডাকুন না।

—ছেলেটাকে ডাকতে হবে না, চা আসবে—"বলে মিনতি চায়ের কেটলিটায় করপোরেশনের ঠাণ্ডা জল ভরে নিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল—গেল পাশের ঘরের প্রতি-বেশিনীর কাছে, বল্ল,—লতিকাদি, এই চায়ের জলটা একটু গরম করতে দিবি ভাই ?

— কেন না ?—এত রাত্রে আবার চায়ের নেশা জেগে উঠলো বুঝি ?

—আমার নেশা নয় ভাই, লোকের চাহিদা মেটাতে হবে।

—ও তোর নতুন অতিথির বুঝি ?

—হ্যাঁ একেবারে নতুন—brand new—ভেজাল নয়।

—যালো যা, আর অত ইংরিজী ফলাতে হবে না—জানিস তো তোর মত আর লেখা পড়া শিখতে পারি নি—নে নে তাড়াতাড়ি গরম করে নে।

লতিকাদির ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি।

চায়ের জলটা উনানে বসাতে বসাতে মিনতি বল্ল,—

—সে কি গো, সকাল সন্ধ্যে তোমার ঘরে মিলিটারি যাওয়া আসা করছে আর তুমি ইংরিজী শেখোনি ?

—কিন্তু তুই যতই ঠাট্টা কর মিনি, ওদের মতো পয়সা কেউ দেবে না—তবে বড় জ্বালাতন করে।

জানো অশ্রু, লতিকাদির নাম সত্যিই লতিকা নয়; তার বাপমায়ের দেওয়া নাম 'পুঁটি'; কিন্তু আধুনিক কালের চাহিদা মেটাবার জন্য পুরনো নামটার ওপর তাপ্পি দিয়ে হয়েছে লতিকা, লতা, লতি, লতু ইত্যাদি।

জল গরম ক'রে মিনতি ঘরে ফিরে এলো। তারপর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে গেল চা কর'তে। অসীম একটু হেসে বল্ল,—আপনারও চা খাওয়া অভ্যেস আছে নাকি ?

—কেন বলুন তো ? —ঘাড়টা বেঁকিয়ে মিনতি জিজ্ঞাসা করলো।

—মানে চা তৈরীর সব সরঞ্জাম দেখছি কিনা!

—ওসব আপনাদের জন্য—ভীমনাগের সন্দেশ দিয়ে তো আর আপনাদের অভ্যর্থনা করবার ক্ষমতা আমাদের নেই—একদিকে য়্যারিষ্টোক্রেসী ও বজায় রইল আর সস্তায় কিস্তিমাৎ হোল—তাছাড়া বর্ত্তমান যুগে চা না খাওয়াইত অসভ্যতা, সত্যি কি না বলুন ?

—খাঁটি সত্য! —ছোট্ট জবাব দেয় অসীম।

মিনতি একবার অসীমের দিকে আড় চোখে চেয়ে চাঁপার কলির মতো আঙ্গুল দিয়ে চা তৈরী করতে ব্যস্ত থাকে।

অনভিজ্ঞ অসীম হয়তো ভেবেছিল—চা মিনতি খায় না কিংবা অল্পদিনের অভ্যাস এ রাস্তায় এসে। কিন্তু অসীম জানেনা যে চা-খাওয়া মিনতির ছোট বেলাকার অভ্যাস। তার ছোট বেলার সব স্মৃতিই মুছে গেছে, কেবল বেঁচে আছে তার চা খাওয়া। শীতের দেশে—দার্জ্জিলিংয়ে জন্ম তার। মিনতির বাবা ছিলেন "দার্জ্জিলিং টি প্ল্যানটিং সোসাইটীর"—ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ্জ। তাই তাদের মাটির মায়া কাটিয়ে থাকতে হোত হিমালয়ের পায়ের নিচে—কাঠের বাড়ীতে। মিনতি বাবার কর্ম্মকুশলতা এবং কর্ম্মতৎপরতার জন্য চা-বাগানের নীচু থেকে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা সকলেই তাঁকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করতো—ভালবাসতো।

চা-বাগানের বড় সাহেবের মেম্ মিসেস্ থম্সন্ প্রায় রোজই এসে মিনতির মাকে প্যাটিস্, পুডিং থেকে আরম্ভ করে রুমালে ফুল তোলা—সবকিছু শেখাতেন। মাঝে মাঝে বাইবেল থেকে "Christ's Sermon upon the mount The eight beatitudes" বর্ণনা করতে করতে বলতেন—"And when thou dost alms, let not thy left hand know what thy right hand doth." মিনতি তখন ছেলেমানুষ এসব কথার কিছুই বুঝতো না—তবু ভাল লাগতো—ও হাঁ করে চেয়ে থাকতো—সে সব কথা মিনতির আজো মনে আছে।

মিসেস্ থম্সন্কে অভ্যর্থনা করতে চায়ের দরকার

হোত ; তাছাড়া শীতের দেশ—দু'বেলা তাদের চা না হলে চলতো না। তাই মিনতির এইটাই বেশী অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। সকাল এবং রাত্রে খাবার পর চা না খেলে তার কি রকম পেট ভরতো না। ওটা আজো তাই ছাড়তে পারেনি। অতীতের বিস্মৃত স্মৃতির মধ্যে এইটাই তার আজকের একমাত্র সম্বল—যাকে ধরে সে আজো বেঁচে আছে। যার জন্য তার আজো মনে পড়ে যে সে এই-সমাজের জন্যেই পৃথিবীর আলো দেখেনি। সে পৃথিবীর প্রথম স্বাদ পেয়েছিল এক অভিজাত বংশে, কোন কালিমাই যে বংশের মুখ পোড়ায়নি। হতভাগিনী মিনতির স্বর্গ থেকে পতন নরকে। মিসেস্ থমসন্ বলতেন ;—

'In the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return to the earth, out of which thou wast taken : for dust thou art, and into dust thou shalt return."

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে অসীম বল্ল,—"আপনাকে অনেকক্ষণ বোধ হয় আটকে রাখলাম, আর ধরে রাখবো না, আপনি যেতে পারেন।"

এরই মধ্যে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল ? আচ্ছা স্বার্থপর লোকতো আপনি !

না, না, না ; উপস্থিত প্রয়োজন দেখছিনা, তবে পরে হ'তে পারে। এই ধরুন, পড়তে পড়তে এক কাপ চাএর

যদি দরকার হয়—আর এটা হবেই—তখন আপনি বিরক্ত হলেও—I can't help—আপনাকে ডাকবোই।

মিনতি কথাগুলো হজম ক'রে বেশ মোলায়েম স্বরে বল্ল,—'বেশ তো! আপনাদের অর্ডার তামিল করতেই তো এই জাতটার জন্ম।"—বলে নিজেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।—"কিন্তু এছাড়া আপনার কি আর কোন প্রয়োজন নেই?" —একটু আশ্চর্য্য হয়েই মিনতি কথাটা জিজ্ঞাসা করলো।

—আর তো প্রয়োজন দেখছিনা। —ছোট্ট উত্তর দেয় অসীম।

মিনতি অসীমের দিকে চেয়ে নিজের মনে মনে বলে—অদ্ভুত।

তোমরা হয়তো অশ্রু অসীমকে হস্তিমূর্খ বলেই আখ্যা দেবে, কিন্তু ও ওই রকমই—একটু খাপছাড়া—একটু এলোমেলো সাধারণ গতানুগতিক নিয়মের গণ্ডীর বাইরে ও চলাফেরা করে তাই ওকে আমার বেশ লাগে।

"একি! দাঁড়িয়ে রইলেন যে?"—অসীম প্রশ্ন করে।

"ভাবছি লোকে আমাদের কাছে আসে অত্যাচার করতে, অত্যাচারী হতে—আর আপনি এসেছেন শুধু লেখা-পড়া করতে একটু যেন স্বতন্ত্র।"

হ্যাঁ, আমি একটু শান্তি প্রিয়—অত্যাচার পছন্দ করিনা—অত্যাচারের আসল রূপটা জীবনে বহুবার

দেখেছি কিনা—তাছাড় এটাতো জানেন ?—Many men many minds.

মিনতি কথা বলে না ; মনটা শুধু ঘরে রেখে বাইরে বেড়িয়ে যায়।

ঘরে অন্য কেউ নেই। অসীম একা। চেয়ার—টেবিল—আলো—একটা খাট—খাবার বাসন—একটা ইজি চেয়ার—টেবিলের ওপর একটা পুরনো আনন্দবাজার পত্রিকা মূক হ'য়ে পড়ে রয়েছে—এরা প্রাণহীন নির্জীব—জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে এদের—অথচ সুন্দর, পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে। একবার এদের দিকে তাকিয়ে অসীম বইএর পাতায় মন দিল—পড়তে হবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ভুলে। হঠাৎ সামনে কি পাশের ঘরের কোন এক দেহোপসারিনী বিকট চীৎকারে গান ধরলেন—"স্বপন প্রিয় এসো এসো আমার বুকে।" অসীমের চমক ভাঙ্গলো—জানালাটা বন্ধ করে, একটা সিগারেট ধরিয়ে পড়ার পাতায় মন দিল।

(২)

আঁধারের ওপর প্রকৃতি আর এক পোচ কাল রং ঢেলে দিল—পাশের ঘরের ঘড়িতে রাত দুটো বাজলো। অসীমের খেয়াল নেই, সে পাতার পর পাতা উল্টে চলেছে—বিরাম নেই পড়ায়, ক্লান্তি নেই চোখে—পাশ তাকে করতেই হবে। সিগারেটের ছাই পাশে ফেলতে গিয়ে অসীম দেখলো—মিনতি ঠিক তার পাশে এসে কখন দাঁড়িয়েছে,

ক্লান্তিতে সে নুয়ে পড়েছে, চোখ ছোট হয়ে এসেছে তন্দ্রায়, এদেহকে আর সে বইতে পারছে না।

আর কতক্ষণ ? —মিনতি হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞাসা করলো।

কি বলুনতো ? —অসীম একটু হেসে প্রশ্ন করে।

মানে আপনার এই পড়া, রাত ক'টা হোল খেয়াল আছে ?

—শুলে এখন চলবে না তো।

—কেন ?—ছোট্ট প্রশ্ন।

—কাল যে আমার পরীক্ষা।

—পরীক্ষা থাকলেও, পরীক্ষার্থি রাতে ঘুমোয়।

—তারা সব মা সরস্বতীর বর পুত্র—আমার কথা স্বতন্ত্র।

—ওসব স্বাতন্ত্র-টাতন্ত্র বাদ দিন—আপনাকে এবার শুতে হবে।—মিনতির কণ্ঠে জেদের আভাষ পাওয়া গেল।

—জোর ?

—না, অনুরোধ।

অসীম একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে নিল ; তারপর মিনতির মুখের দিকে চেয়ে বল্ল, কিন্তু শোব কোথায় ?

—শোবার স্থানটী কি চোখে পড়ছে না ?

—তা পড়ছে সত্যি ! কিন্তু শোবার স্থানটীতে নয় আমি শুলাম, কিন্তু আপনি ?

—কেন, আপনার পাশে,—একটু জায়গা হলে

চল্‌বে।—দ্বিধা না করে মিনতি বল্ল।

জানো অশ্রু, দ্বিধা করা ওদের সাজে না।

অসীম বল্ল,—না, সে বড় বিশ্রী দেখাবে।

—বিশ্রী ?—মিনতি হাসলো, যেন spark—বিদ্যুৎ চম্‌কালো।—কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন কেন, কদর্য্যতা ঘাঁটতেই তো আপনারা আমাদের কাছে আসেন।

—আপনার কোথায় যেন একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে।—অসীম ব্যথিতস্বরে বল্ল।

—ও আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আপনি একজন স্বতন্ত্র পুরুষ। তবে আমার এ ভুলের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইব না, কারণ নারী শাক্ অন্নে তৃপ্ত, আর পুরুষ নানা ব্যঞ্জনে অভ্যস্থ। আপনিও পুরুষ, তাই আমার ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক।"—তারপর একটু ভেবে মিনতি বল্ল,—"বেশ ; আপনি খাটটায় শুয়ে পড়ুন আমি ইজি চেয়ারে যাই।"

—না না না, তাকি করে হয় ?—আমি পুরুষ মানুষ, আমার কষ্ট সইবে, কিন্তু আপনি মেয়ে, এ আপনার সইবে না।

—আপনি বড় কঁদুলে, বড় ঝগড়া করেন। যুগযুগ ধরে আপনারা আমাদের দাসী বলে আস্‌ছেন এবং দাসী করে রেখেছেন—সুতরাং সেবাটা আমাদের প্রাপ্য, তাই না ?—এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হওয়া উচিত হবে কি ?"

অসীম দেখলো মিনতি শিক্ষিতা—কথা জানে, তাই আর কোন তর্ক না করে বইটই বন্ধকরে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লো।—কিছুক্ষণের মধ্যে অসীম ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু মিনতির চোখে ঘুম নেই। যতরাজ্যের উৎকট চিন্তা-রাশি তার মস্তিষ্কে বুদবুদের মতো একের পর এক ভেসে উঠতে লাগলো। আজ মিনতির হোল কি ?—এ রোগ তো তার ছিল না। কত লোক এসেছে আবার চলে গেছে তার জীবনে। এমনতো কোনদিন হয়নি! তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে তারা চলে গেছে মিনতির প্রাপ্য মিটিয়ে—মিনতিও তাদের ভুলে গেছে সময়ের পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু অসীমকে ধরে রাখবার জন্য মিনতির প্রবল বাসনা কেন ? মিনতি আর ভাবতে পারে না—ইজি চেয়ার থেকে উঠে পড়ে—এবার সে পাগল হয়ে যাবে। উঠেই নজরে পড়ে ঘরের খাটটা—উঠে যায় মিনতি খাটটার দিকে। অসীম তখন গভীর সুসুপ্তির কোলে নিমগ্ন। এত ঘুম ও পেলো কোথায় ?—মিনতি ভাবে—তার সৃষ্টি-ছাড়া চোখে আজ ঘুম নেই কেন ? অসীমতো বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে আর ওর চোখে ঘুম নেই কেন ? মিনিত ভাবে অনেক কিন্তু অকূল সে ভাবনা।

অর্দ্ধেক বিছানার ওপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে—যেন লুকোচুরি খেলা করছে। মিনতি অসীমের বিছানার আরো কাছে এগিয়ে যায়। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে-

অসীমের ঘুমন্ত মুখের দিকে।—কি সুন্দর মুখ, নিষ্পাপ অবোধ শিশু, মানুষের এত রূপ হয়?—মিনতির মনে প্রশ্ন ওঠে। বিস্তৃত ললাটে ঘামে চিক্ চিক্ করছে, চোখে উদাস চাহুনি যেন কি খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে না তো, মুখে মৃদু হাসি যেন সমগ্র বিশ্বের ওপর সুধা বর্ষণ করছে—গ্রীক দেবতা—শিশু দেবতা আমার !—তোমার এ দুর্গতি কেন ?—পথে নেমে এলে কেন তুমি ? পথে তো তোমার স্থান নয় ! তোমার মা তোমায় ছেড়ে দিল ?—পাষানী, পাষানী সে।

মিনতির সমস্ত করুণা অসীমের ওপর ঝড়ে পড়ে। গভীর স্নেহে র‍্যাগটা তার গায়ে দিয়ে দেয়—তারপর ?—তারপর মিনতি এঁকে দিল তার ললাটে এক মৃদু চুম্বন। ক্ষণিকের জন্য অসীম নড়ে ওঠে, মিনতির পা কাঁপে। অসীম আকাশের বুকে চাঁদটা খিলখিল করে হেসে ওঠে—জ্যোৎস্না গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে অসীমের গায়ে—দূরে একটা তারা খসে পড়ে পৃথিবীর বুকে।

(৩)

মূক নগরী মুখর হোল ! রাতের স্তব্ধতা দিনের ব্যস্ততায় পরিণত হোল—দিনের আলো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়লো। বেলা প্রায় সাতটার সময় অসীমের ঘুম ভাঙলো। উঠে একটু আলস্য ভেঙ্গে নিয়ে ঘরের চারিদিকে চাইতেই দেখে পাশের টেবিলটার ওপর প্রাতঃরাশ সাজানো রয়েছে আর মিনতি ঘরের কোণে চা তৈরী

কর্‌তে ব্যস্ত। একটা সিগারেট ধরিয়ে অসীম পেছনে ফেলে আসা জীবনের ছেঁড়া পাতা ওল্টাতে থাকে……………।

মিনতি পেছন ফিরতে দেখে—অসীম বসে আছে। একটু হেসে মিনতি বল্ল,—ঘুম ভাঙলো ?—কী ঘুম বাবা !—কুম্ভকর্ণের second edition.

—না ভেঙে উপায় নেই—কিন্তু টোষ্ট, ডিম এসব আনালেন কেন ?

—দরকার ছিল।—এই বলে মিনতি দু-কাপ চা নিয়ে অসীমের কাছে এলো।

মিনতির পরনে ছিল একটা চওড়া লালপাড় শাড়ী। সদ্য স্নান করা ভিজে চুল পেছনে খোলা রয়েছে। কপালে একটা সুন্দর বড় সিদুঁরের টিপ—ভোরের শিশিরের মতোই সুন্দর কমনীয় দেখাচ্ছে মিনতিকে। অসীম কোন কথা না বলে এক সিপ্‌ চা নিয়ে মুখটা কুলকুচি করে জানালা দিয়ে ফেলে দিল। মিনতি চায়ে চুমুক দিয়ে অসীমের দিকে দুষ্টুমি ভরা চোখে তাকিয়ে গত রাত্রের কথা ভাবছিল, আর মুচকে মুচকে হাস্‌ছিল। গতরাত্রে তার জীবনে যে অভিনয় হয়ে গেছে তার স্মৃতি মিনতির মনে এক গভীর দাগ রেখে গেছে। জীবন যুদ্ধে আজ দুজনেই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত—কার ব্যথা কে বোঝে এই বোধ হয় সমস্যা। কিন্তু মৌনতা ভঙ্গ কোর্‌লো মিনতিই প্রথম। একটু হেসে বল্ল,—আপনি ভাবছেন কী মুস্কিলেই পড়লাম বাবা এই মেয়েটার কাছে

এসে—না ?”—বলেই মিনতি বালিকাসুলভ খিল খিল করে হেসে ওঠে।

—না ; ভাবছি—এবার আপনার পাওনা মিটিয়ে পথে, নামতে হবে অসীম গম্ভীর হোয়ে বল্ল।

—মানে ?—মিনতি আশ্চর্য্য হ'য়ে একটা ভ্রু কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করলো।

মিনতির মুখের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে অসীম বল্ল,— —“এর মানে নেই, এর মানে আমি জানি না, এর মানে থাকতে পারে না”—একটু থেমে বল্ল,—“আর তাছাড়া আমার পরীক্ষা—যেতে তো হবে ?”

—সেতো বেলায়,—এখন কি ?

—তা ঠিক ; তবে পেটের তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে ?—হাজার হোক বাঙালীর ছেলে, ভাত না হ'লে চলে ?

—ও বেচারীর জন্য আপনার উপস্থিত মাথা না ঘামালেও চলবে। তাছাড়া রান্নাঘরের ভারটা আমরাইত' চির কাল নিয়ে থাকি, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হওয়া কি উচিত হবে ? যদি আমার হাতে না খান।—মানে এই জাত-বিচারের কথা বলছি······বলে মিনতি হেসে ফেল্ল।

অসীম হাসতে হাসতে জবাব দিল—“আপনার হাতে খাবো না খুব সত্যি কথা, তবে আপনার হাতে রান্না জিনিষ খেতে পারি—তাছাড়া ও সব ঝঞ্ঝাট করে লাভ কি বলুন ?”

—লাভ ?—জীবনে সব সময় ব্যক্তিগত লাভ

লোকসানের হিসেব খতিয়ে দেখতে গেলে চলে না। তাছাড়া এতে ঝঞ্ঝাটেরই বা কী আছে?—একটু থেমে, অসীমের মুখের দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লো—"আচ্ছা আপনি কী?

—কেন মানুষ!—সে বিষয়েও আপানার সন্দেহ আছে নাকি?—হেসে সহজভাবে অসীম বল্ল।

—আপনি মানুষ সত্যি—কিন্তু বড় ছেলেমানুষ।

অসীম কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিল; মিনতি বাধা সৃষ্টি ক'রে আগের কথার জের টেনে বল্ল,—তাছাড়া অতিথিকে না খাইয়ে বিদায় দিতে নেই—পাপ হয়, আপনি এটাও জানেন না? যান আমাকে আর বকাবেন না। লক্ষ্মী ছেলের মতো স্নান করে আস্থন আমি সব ঠিক করে রাখছি।"

আমি ত আপনার রাতের অতিথি, এখন পুরনো বাসিন্দা হয়ে গেছি—না খেয়ে গেলে পাপ আপনাকে স্পর্শ করবে না। আর তাছাড়া ওটা মেয়েদের ধরে রাখবার একটা সহজ উপায় বা অছিলা।"—মিনতির কথায় প্রতিবাদ করে অসীম বল্ল।

—আজ্ঞে না মশাই; পুরুষ মানুষ কি বোঝে জানি না, তবে পুরুষ মানুষ বাড়ী থেকে না খেয়ে গেলে মেয়েরা বড় ব্যথা পায়।—মিনতি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্ল।

—ছাই পায়। সাত সকালে পুরুষগুলোকে ছাই-ভস্ম গিলিয়ে ঘানিতে জুড়ে দেয়; তারপর নিজেদের রুচি মতো

সহস্তে উৎকৃষ্ট রন্ধন করে নিজেদের লালসা চরিতার্থ করে।

—যথা?—ঘাড়টা টেরচা করে ভ্রুকুটি ভরা চোখে সম্পূর্ণভাবে অসীমের দিকে তাকিয়ে হেসে মিনতি জিজ্ঞাসা করলো।

—যথা?—পিঁয়াজ কলির চচ্চরি, বাটী চচ্চরি, ঝাঁটা চচ্চরি, ঝিঙে-পোস্ত তেঁতুলের টক্ ইত্যাদি।"......

—আপনি এত-ও জানেন?—অসীমের কথায় মিনতি হেসে ওঠে। তারপর শাসিয়ে বল্ল,—দেখুন, ভালো হচ্ছে না বল্‌ছি, আপনি আমাদের ব্যক্তিগত খাবারে নজর দিচ্ছেন।—এখনো দাঁড়িয়ে রইলেন?—যান স্নান করুন গে।

—কিন্তু আমি যে চুল কাটবো......চুল যদি আজ না কাটি পাগল বলে পরীক্ষা হল থেকে তাড়িয়ে দেবে যে। —মাথার বড় বড় রুক্ষ চুলগুলো দেখিয়ে বল্ল।

—বেশ!—আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, শেষে সেলুনে ঢুকতে ডাইংক্লিংয়ে ঢুকে পড়বেন?

—আমাকে একদিনে এতটা বোকা ঠাওড়ালেন কি করে—আচ্ছা মেয়েদের সাইকোলজি......

—এটা সাইকোলজি নয়, এটা আমার লজিক—আমার সঙ্গে তর্কে পারবেন না। শুধু এটা যেনে রাখুন যে আপনি বোকা নন, আপনি অবোধ আর দুর্ব্বোধ্য। ভোলাকে ডেকে দিচ্ছি; ওর সঙ্গে চুল কাটতে যান।" মিনতির ডাকে ভোলা আসে।

সেই গতরাত্রে যে ছেলেটি এদের খাবার এনে যুগিয়েছিল। ভোলা, ভোলাই—আর কিছু নয়। ওযে কোন মায়ের ছেলে তাও কেউ জানে না অশ্রু। ও শুধু international—ও সকলের। ও এ বাড়ীতে কাজ করে সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত, যতক্ষণ না সকলের ডাকের পরিসমাপ্তি ঘটে। পারিশ্রমিকও পায় সকলের কৃপায়—সকলে চাঁদা তুলে যা দেয় বোধ হয় তাতেই ওর চাওয়া পাওয়ার হিসেব শেষ হয়। তাছাড়া মাঝে মাঝে বাবুরা যে বক্‌শিস্ দেয় সেটায় ও লুকিয়ে লুকিয়ে বিড়ি ফোঁকে আর মাঝে মাঝে তসবির মহলে বাহাদুরকা খেল, পিস্তলওয়ালী প্রভৃতি দেখে থাকে। ভোলার একটা মস্ত গুণ—ও কারো কথায় 'না' বলে না। তাই মাঝে মাঝে বাশি রুটী আর মাংস থেকেও বঞ্চিত হয় না। তবে ভোলা যে এ বাড়ীর অন্যান্য ভাড়াটেদের অপেক্ষা মিনতিকে একটু বেশী ভালবাসে—কেন যে, জানি না।

ভোলা এসে একগাল হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌লো;—

—মিনি দি আমায় ডেকেছো ?

—হ্যাঁ, বাবুকে তুই ঐ ছট্টুর দোকানে চুল কাটতে নিয়ে যানা ভাই—হ্যাঁ, আর দেখিস বাবুর কাছে যেন ছ'আনার বেশী না নেয়।

—আপনারো চুলকাটা অভ্যেস আছে নাকি ?—হেসে অসীম জিজ্ঞাসা কর্‌লো।

—অভ্যাস নেই তবে ছট্টুর বিরাট সাইন বোর্ডের কৃপায়

জান্‌তে পেরিছি। ও আবার বলে special ছাঁট্‌ নাকি দশ আনা। আপনি আবার যেন ওর ঐ special ছাঁটে না পড়ে যান, তাই সাবধান করে দিচ্ছি।

—না, আপনি লজিকের চেয়ে দেখছি ইকনমিস্ক্‌টা ভালো জানেন।—বলে হাসতে হাসতে অসীম ভোলার অনুসরণ কর্‌লো।

(৪)

অসীম চুল কেটে ফির্‌লো। পেছনে মুটের মাথায় এক বিরাট বোঝা—তাতে বাজারের কোন জিনিষ বাদ পড়েনি এমনকি একটা আজকের আনন্দ বাজার পত্রিকাও এসেছে।

—একি !—মিনতি আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লো,—"সংসার পাতবেন নাকি ?

অসীম ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে বল্‌লো,—হ্যাঁ, তবে সেটা ক্ষনিকের।

—এটা কিন্তু আপনার ভারী অন্যায়।—মিনতি কুণ্ঠিত হোল।

জানো অশ্রু মিনতি এমন একটা মেয়ে যে কোন দিন দান পায় নি, চায়ও-নি—ওটা ওর স্বভাব নয়। কিন্তু আজ অযাচিতভাবে যে দান তার দ্বারে এসে উপস্থিত হোল, তাকে মিনতি অবহেলা করে দূরে ফেলে দিতে পার্‌লো না—হয়তো ওটা ওর দুর্ব্বলতা !

অসীম বল্ল,—দেখুন, ন্যায় আর অন্যায় এই দুটো মিলেই তো আমাদের জীবনে এতো কেন'র সৃষ্টি করেছে—ও দুটো থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করবেন।”—তারপর টেবিলের ওপর রাখা টাইমপিস্‌টার দিকে চেয়ে বল্ল,—ওঃ ঘড়ির সব কটা বেজে গেল, ভাত বাড়ুন, বড় খিদে পেয়েছে।

—স্নান করবেন না ?

—ওটা সেরেই এসেছি।

—কিরকম ?

—আপনার ছট্টু যে আমায় হাফ্ বয়েল্ড করে দিল।

—সেটা আবার কি ?—মিনতি বিস্ময়ে অসীমের দিকে তাকালো।

—মানে, হাফ্ বাথ্ আর কি।

—সাধে কি আর আপনাকে দুর্ব্বোধ্য বলি।—মিনতি হেসে বল্ল।—এখন ভাত খাবেন কি ? বিশল্যকরণী আন্‌তে গিয়ে যে একেবারে গন্ধমাদন তুলে নিয়ে এলেন, সেগুলো কি হবে শুনি ?

—বিশল্যকরণীর ও দাওয়াই আমার জন্য নয়—ও সব আপনার; শুধু আমার ঐ মৎস্যকরণীটা—ওইটাতেই উপস্থিত দয়া করে হাত দিন।”

ভাত খেতে খেতে অসীম থেমে যায়; তাকিয়ে থাকে পাশে বসে থাকা মিনতির দিকে।

—কি ভাবছেন ?—মিনতি জড়সড় হ'য়ে বসলো;

—ভাবছি—‘আতিথেয়তা’ বলে কথাটা আজো এই পোড়া বাংলা দেশ থেকে মুছে যায় নি, আর ওটাকে আরো সুন্দর ক’রে তোলে বাংলা দেশের মেয়েরা—আপনারা।”—তারপর একটু থেমে বল্ল,—আর সত্যি তাদের দেখলে মনে হয় যে হয় তো তাদের পাপ হবে—অতিথি বিমুখ হয়ে ফিরে গেলে। আমি সকালে যে কথাটা বলে ছিলুম তুলে নিচ্ছি মিনতি দেবী।—ওটা আপনাদের ছলনা বা অছিলা নয়—ওটা একটা খাঁটি সত্য কথা—ওটা আপনাদের একটা qualification.

মিনতি বর্ত্তমান পারি-পার্শ্বিক কথা ভুলে অসীমের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে ভাবে—অসীম তার আপনজন, অতি আপনজন, প্রিয়। ভগবানের সৃষ্টি পাল্টেছে কিন্তু তারা পাল্টায়নি। ভগবানের ওরা একমাত্র সৃষ্টি। যুগযুগ ধরে ওরা পরিবর্ত্তিত না হয়ে সৃষ্টি হয়ে এসেছে। ভগবানের ওরা অনবদ্য সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অসীম সৃষ্টির প্রথম পিতা—আদম; আর ও সৃষ্টির প্রথম মাতা—ইভ্;—অসীম আদম ও ইভ্। ওদের মধ্যে যদি একজন বিদায় নেয়, তা হ’লে সৃষ্টির ক্ষয় হবে, সৃষ্টি রসাতলে যাবে। অসীম একাধারে ভাই-বন্ধু-প্রিয়-চিরচলার সাথী। মিনতি ক্ষনিকের জন্য সম্বিত ফিরে পেয়ে অস্পষ্ট স্বরে মনে মনে বলে—ভগবান একি কর্‌লে তুমি? এ বাসনা কেন?—এ বাসনা কেন আমার!—আমি যে পতিতা। নিষ্ঠুর দেবতা এটাকি তুমি

বুঝেও বোঝ না ? ও বাসনা যে আমার পূর্ণ হবার নয়। এতদিন অন্তরের অন্তঃ কোণে যে মন্দির শূন্য পড়ে ছিল সে মন্দিরে যে তুমি নিষ্ঠুর দেবতা শিকড় গেড়ে বস্‌লে, তোমাকে তাড়াবো কেমন করে বলে দাও। এ যে তাড়াবার নয়। এ যে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা, সাধনার ধন। তুমি সুন্দর, তুমি অপরূপ, কিন্তু তুমি এতো নিষ্ঠুর কেন ? কঠিন কেন ? তোমার হৃদয়ের পবিত্রতা দিয়ে সকল নারীকে মুগ্ধ কর্‌বে, চিত্ত জয় কর্‌বে, আর তাদের মনের চিরন্তন কামনা—বাসনা শুন্‌বে না ? চরিতার্থ কর্‌বে না ? তোমার মোহনরূপ দিয়ে নারীর অন্তর দাহ কর্‌বে, তাদের ধরা দেবে না ? নিষ্ঠুরের মতো পদদলিত করে চলে যাবে ? যদি ধরাই না দেবে তবে দেখা দিলে কেন ? আমায় বলে যাও তোমার এ জয় যাত্রার শেষ কোথায় ? তোমার চলার শেষে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো যুগযুগ ধরে—শুধু তোমারই অপেক্ষায়।

—আপনার কি মাথার গোলমাল আছে ? তখন থেকে ডাকছি শুন্‌তে পাচ্ছেন না ?—অসীম হেসে বল্ল।

মিনতি লজ্জিত হয়ে বল্ল,—একটা কথা ভাবছিলাম তাই শুন্‌তে পাইনি।

—ভাবা বলে ভাবা ; এবার কলম ধরুন।

—হ্যাঁ একটু আগে কি বল্‌ছিলেন ?—মাথা খারাপ ? মাথা অবশ্য এখনো খারাপ হয়নি তবে হবার উপক্রম।

তারপর অসীম যাবার জন্য বিদায় নিল। বইগুলো মিনতির হাতে দিয়ে বল্ল,—"বইগুলো আপনার কাছে রইল পরের বই, পরীক্ষা দিয়ে এসে নিয়ে যাবো। কি দেখছেন, কিছু বল্‌বেন ?"

—কিছু না।

—যাই তবে কি বলুন ?

—যাই বল্‌তে নেই—আস্থন।

(৫)

পরীক্ষা শেষে অসীম ফের ফিরে এলো মিনতির কাছে। মিনতি বিছানায় শুয়ে আজকের আনন্দবাজারটা দেখছিল—দেখছিল আজকের পৃথিবীর রূপ—বাংলার সমাজ জীবনের স্তরে স্তরে ভাঙ্গন—পেটের দায়ে দলে দলে নারীর আত্মবিক্রয়—মিত্রশক্তির সসন্মানে কক্স্‌বাজার হইতে পশ্চাৎ অপসরণ, আরো কত কি। অসীমের পায়ের শব্দে অসংযত গাত্রাভরণকে ঠিক করে নিয়ে মিনতি উঠে বসলো। হেসে বল্ল,—কি রকম পরীক্ষা দিলেন?

—বেশ ভালই দিয়েছি।

—একটাও বাদ পড়েনি তো?—ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে মিনতির স্বর।

চেয়ারে বসতে বসতে অসীম বল্ল,—না, একটাও বাদ যায় নি।

মিনতি তাড়াতাড়ি চায়ের কেটলিটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্ল,—আপনি বসুন, আমি আস্‌ছি।

—কোথায় যান?

—হারাবো না।—ছুটে মিনতি বেরিয়ে গেল।

অসীম সমস্ত ঘরটার দিকে চেয়ে দেখলো, চেয়ে দেখলো একবার সেই খাটটার দিকে। ভাবলো সব খেলার এখনই শেষ হয়ে যাবে—যবনিকা প'ড়ে যাবে ছোট্ট জীবনের অভিনয় শেষে। কষ্ট হলো মিনতিকে ছেড়ে যেতে। একদৃষ্টে চেয়ে রইল আলনায় রাখা মিনতির একখানা শাড়ীর দিকে।

—মুখটা তাড়াতাড়ি একটু ধুয়ে নিনদিকি।

অসীম ফিরে দেখলো—এক হাতে খাবারের ঠোঙা আর অন্য হাতে আঁচল দিয়ে কেটলিটা ধরে মিনতি ঘরে ঢুকলো।

—এ সব আবার কেন আনালেন? বড় অন্যায় হ'চ্ছে কিন্তু—

—দেখুন ন্যায় আর অন্যায় এ দুটো মিলেই তো আমাদের জীবনে এত 'কেন'র সৃষ্টি করেছে—ও দুটো থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করবেন।—বলে মিনতি অসীমের দিকে চাইতেই হেসে ফেল্ল।

খাওয়া শেষ করে অসীম একটা সিগারেট ধরালো—সামনে মিনতি বসে। একদৃষ্টে অসীম চেয়ে রইল মিনতির দিকে।

—দেখছেন?—হেসে মিনতি জিজ্ঞাসা করলো।

—না, ভাবছি।

—কি ?

—ভাবছি একটা পাহাড়ের বুকচিরে দুটো সঙ্কীর্ণ জলধারা নেমে এসে এক সময় তারা মিশে এক হয়ে যায়, তারপর তারা বয়ে চলে অবিরাম গতিতে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ; আবার এক সময় তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুপথে চলে যায়। তাদের ক্ষণিক মিলনের স্মৃতি মুছে যায় সময়ের পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে।

মিনতি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বলে ফেল্ল,—But nothing can resist the course of love.

অসীম বিস্মিত হয়ে ভেবে বল্ল,—হয়তো তাই—আচ্ছা উঠি।

অসীম উঠে পড়লো। তার বইয়ের ভেতর থেকে কতগুলো নোট বের করে দিল মিনতির হাতে। মিনতি ক্ষণিকের জন্য অসীমের স্পর্শানুভব করলো ; মিনতির হাত কাঁপলো।

মিনতি অবাক্ হয়ে বল্ল,—মাগো মা, কি লোক আপনি ! বইয়ের ভেতর ওরকম করে টাকা রাখে ? পড়ে যেতে পারতো ত ?

অসীম হেসে বল্ল,—পারতো, কিন্তু গেলে ক্ষতি নেই, থাকলে বোঝা বাড়ে।

মিনতি অসীমের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় যাবেন ?

—আর একটা আশ্রয়ের খোঁজে।

—কেন, এখানে থাকতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে ?

—অসুবিধে হচ্ছে না—আপনার ক্ষতি হচ্ছে বোধ হয়...

মিনতি করুণ হাসি হেসে বল্ল,—যার সম্বল কিছুই নেই তার আবার লাভ, তার আবার লোকসান !

অসীম মিনতির কথায় কান না দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বল্ল,—তবে তোমার কথা আমার মনে থাকবে—তোমার উপকার আমি চিরদিন মনে রাখবো মিনতি।

জান অশ্রু, ক্ষণিকের দুর্ব্বলতার জন্য 'আপনি' 'তুমি' পর্য্যায়ভুক্ত হলো।

মিনতি নতমুখে বল্ল,—"লালসার প্রেরণায় তোমাকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম; উপকার করতে নয়। আমার উপকার মনে রাখা প্রয়োজন দেখি না; বরং আমার অজ্ঞাতে যদি তোমার কোন অসম্মান হয়ে থাকে, আমায় ক্ষমা করো।" —মিনতি তার ধাবাহিক অশ্রুজল দমন করবার চেষ্টা করলো।

তারপর মিনতি টাকাটা ফেরত দিতে দিতে বল্ল,—টাকাতো আমি নেব'না......

—কেন ?—আশ্চর্য্য হয়ে অসীম প্রশ্ন কর্লো।

—সকলে জানে আমি একজন সাধারণ বেশ্যা—তা জানুক; শেষে তুমিও......" মিনতি আর বল্‌তে পারে না, তার দু-গাল বয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

—তোমায় অসম্মান ক'রে টাকা দেবো এত বড় অকৃতজ্ঞ আমি নই মিনতি। মনে কর' এটা স্নেহের দান। তাছাড়া আমার কাছে টাকা কটা থাক্‌লে এক মিনিটেই নিঃশেষ হ'য়ে যাবে—তোমার কাছে জমা রেখে গেলাম।

—যত অজুহাতই দেখাও তুমি, টাকা আমি নেবো না।

—কিন্তু মিনতি স্নেহের দান দেবার অধিকার সকলেরইত' আছে—সে অধিকারটুকুও কি আমি তোমার কাছে আশা কর্‌তে পারি না?

মিনতি অশ্রুসজল মুখখানি অসীমের দিকে তুলে ধরে প্রশ্ন কর্‌লো,—"শুধু—শুধু স্নেহ, আর কিছু নয়?"

—"হ্যাঁ শুধু স্নেহ, আর কিছু নয়...... ।"

তুমি তো জানো অশ্রু যেখানে ভালবাসার গভীরতা বাড়ে সেখানে ভাষা লোপ পায়। ক্ষণিকের জন্য দুজনের-ই ভাষা লোপ পেলো। অসীম সচেতন হোল। হৃদয়ের সকল দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলে নিজেকে স্বাভাবিক ক'রে বল্লে,—ঝোড়ো হাওয়ার মতো এসে দুদিন তোমায় খুব কষ্ট দিয়ে গেলাম মিনতি।

মিনতি অশ্রু সম্বরণ কর্‌তে কর্‌তে বল্ল,—রোজ রোজ তো আর দিতে আস্‌বে না—দু-দিন নয় দিয়েই গেলে।—

মনে মনে ওর দেবতাকে জানিয়ে বল্ল,—এরকম কষ্ট আমায় যদি জীবন ভর দিতে ভগবান?—একটু পরে মিনতি রুদ্ধ কণ্ঠে বল্ল,—আবার কবে তোমার দেখা পাবো?

—দেখা ?—অসীম আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলো।

—হ্যাঁ—মিনতি নিজেকে হারিয়ে ফেল্ল।

—জানিনা মিনতি আবার কবে এ দেখার যবনিকা উঠবে। তবে যে দিন বুঝবো তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই আমার চারিধারে দেখতে পাচ্ছিনা সেদিন যেখানেই থাকি, ফের ফিরে আসবো তোমার কাছে। আর যদি না আসি,—একটু থেমে বল্ল,—ভুলে যেও আমাকে।—বলে অসীম এক পা এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

—একটু দাঁড়াও......

—একি হোল ?

—তোমায় বড় প্রণাম করতে ইচ্ছে হোল, কৈ আশীর্ব্বাদ করলে নাতো ?

—আশীর্ব্বাদ আমি করিনা মিনতি। কারণ আমি হচ্ছি একটা বড় রকমের হতচ্ছাড়া, ছন্নছাড়া—যতরাজ্যের অমঙ্গল বাসা বেঁধে আমার সঙ্গে ঘোরে; তাই ভয় হয় তার ছোঁয়া লেগে যদি তোমার কোন অমঙ্গল ঘটে!

মিনতি বিষাদের হাসি হেসে বল্ল,—আমি নিজেইত' অমঙ্গলের বোঝা—বিষে বিষক্ষয় হবে—আমায় আশীর্ব্বাদ কর তুমি—"

অসীম মিনতির মাথায় হাত রাখলো; কি আশীর্ব্বাদ করলো ঈশ্বরই জানেন। অসীম এগিয়ে চল্ল।

—আর একটা কথা......"

অসীম ফিরে দাঁড়ালো। মিনতির মুখের দিকে চেয়ে বল্ল,—"বল—"

—দুদিনের পরিচয়ে তোমাকে দেখে যেটুকু বুঝলাম তাতে মনে হয়—আমারই মতো এজগতে তোমার আপনজন কেউ নেই। তাই বল্‌ছি যদি কোন দিন তোমার চলার পথে তুমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়' তখন বিশ্রামের দরকার হবে;—তখন আমারই কাছে ফিরে এসো। আমি জানি মানুষ আমাকে ঘৃণা করলেও দেবতা আমাকে ঘৃণা করবেন না।"—মিনতি অসীমকে মিনতি করে বল্ল।

—সে কথাতো আমি আগেই বলেছি মিনতি।—মিনতির মিনতি রাখবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে অসীম তাড়াতাড়ি পথে নেমে এলো।

যতক্ষণ দেখা যায় মিনতি চেয়ে রইল অসীমের দিকে। হাতে বই নিয়ে কি তাড়াতাড়ি অসীম চলেছে। এক সময় মিনতির চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তার অগণিত বিপুল জনস্রোত কোথায় হারিয়ে দিল তার অন্তরের অসীমকে। অসীম, অসীম পৃথিবীর বুকে মিলিয়ে গেল। তখনো মিনতি দরজার ধারে দাঁড়িয়ে অসীমের ফেলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে ভাবছে—সত্যি অসীম যেন একটা ঝোড়ো হাওয়া; হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য এসে সব কিছু ওলোট-পালোট ক'রে দিয়ে চলে গেল—রেখে গেল এক বিরাট ধ্বংসের স্তূপ, গভীর ক্ষতচিহ্ন।

এই খানেই অসীমের তরুণ জীবনে যবনিকা পড়লো। তার মধ্যে জীবনের কাহিনী ইতিহাস রাখেনি—জগতের কেউই জানেনি—এমনকি আমিও জানিনা, অশ্রু।

(৬)

তারপর সুদীর্ঘ পনেরো বছর পর অসীমের দেখা পেলাম। প্রথম দৃষ্টিতে আমি অসীমকে চিন্তে পারিনি—পরে চিন্‌লাম ওর চোখ দুটো দেখে। ওর ওই চোখ দুটো আমার বড় পরিচিত কিনা। দেখলাম সেদিনের অসীমের সঙ্গে আজকের অসীমের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। যুগ-হাওয়ার প্রভাবে যে মানুষের এরকম আমুল পরিবর্ত্তন হ'তে পারে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি অশ্রু। সেদিন দেখেছিলাম রিক্ত অসীমকে, আজ দেখলাম ধনপতি, কোটীপতি অসীমকে। জানোত' অশ্রু, "প্রতিভা এমন একটা জিনিষ, ইহা যাহাকিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করিয়া তোলে।" তাই আবার লিখতে সুরু করলাম।

আবার সেই বহু বিখ্যাত এবং কুখ্যাত, অভদ্র, অপ্রশস্ত গলির পুনরাবৃত্তি— যে গলিতে পনেরো বছর আগে আমরা একদিন অসীমকে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এই কি সেই গলি? অনেক সংস্কার সাধন হয়েছে দেখছি। সেই সেলুনটা গেল কোথায়?—এতো মুদির দোকান। আবার পিয়ারী পানওয়ালার দোকানের জায়গায় দেখি ডাইংক্লিনিং—মহা বিভ্রাট তো! কিন্তু মিনতির বাড়ীটা? বট গাছটার

পরেই ছিল না ?—হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে—এই তো সেই বাড়ী, সেই দরজা—সেই তো তারা আজো চূণকালি মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেদিন যারা ছিল যৌবনমদে মত্তা, আজ তারা সময়ের পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে—খেয়াঘাটের শেষ সীমায়—কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম তো দেখতে পাই না। বাড়ীটা তবে জীর্ণ হয়ে পড়েছে—কত দিনের বাড়ী জানিনা, তবে এই তো পনেরোটা বছর এর বয়স বেড়ে গেল।

মিনতিদের বাড়ীর সামনে একটা প্লিমাউথ্ কার এসে দাঁড়ালো। গাড়ী থেকে নামলেন একজন স্যুট পরা সাহেবী ধাঁচের লোক। বয়স আন্দাজ চল্লিশের কাছাকাছি। কানের কাছের চুলে একটু একটু পাক্ ধরেছে; গালের মাংসও একটু লোল হয়ে পড়েছে—তবে ভদ্রলোকের মুখে বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ পাওয়া যায়; দেহ বেশ সবল এবং সুস্থ। ভদ্রলোককে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেখে অনেক মেয়ে আশে পাশে স'রে দাঁড়ালো। যুবতী যারা, তাদের কেউ কেউ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ওদের অভ্যস্থ নানা প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগলো। এদেরই ভেতর ছিল প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে এসে উপস্থিত লতিকাদি—মিনতির সেই লতিকাদি। লোকটি লতিকাদির কাছে গিয়ে থামলো; চেয়ে রইল লতিকাদির মুখের দিকে কিছুক্ষণ; তারপর কিন্তু কিন্তু করে জিজ্ঞাসা করলো,—"নমস্কার,

আচ্ছা আপনিই কি মিনতির সেই লতিকাদি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?—বিস্ময়ে লতিকাদি প্রশ্ন করলো।

পেছন থেকে কে যেন টিপ্পনি কাটলো—বুড়ো বুড়ি মিলেছে বেশ।

অসীম বল্ল,—কারণ আছে, তার আগে আমায় চিনতে পারছেন কি না বলুন······

পনেরো বছর আগে প্রথম যে জায়গায় দাঁড়িয়ে অসীমের সঙ্গে মিনতির কথা হয়েছিল, লতিকাদি নিজেকে লোক চক্ষুর আড়ালে রাখবার জন্য আজ ঠিক সেই জায়গাতেই সরে এলো। বল্ল,—আপনি এদিকে আসুন।

অসীম লতিকাদির কথা রাখলো, হেসে বল্ল,—"অনেক-গুলো বছর কেটে গেছে। তাদের চলে যাওয়ার স্মৃতির ছাপগুলো আমার দেহের ওপর রেখে গেছে, তাই আমায় চিন্‌তে পারছেন না লতিকাদি—কিন্তু আমার দৃষ্টিশক্তি, স্মরণ শক্তির ওপর চলে যাওয়া দিন গুলোর প্রভাব এসে পড়েনি তাই আপনাকে প্রথম দৃষ্টিতেই আজ আমি চিনতে ভুল করিনি।"

পনেরো বছর আগের দিন গুলো লতিকাদি একের পর এক খুঁজে যেতে লাগলো—কত লোকের কথা মনে এলো; যদিও ওদের জীবনে মনে রাখার মতো লোক খুব কমই আসে। তবুও যাদের কথা মনে পড়লো, আজ

অসীমের সঙ্গে তাদের কোন সাদৃশ্যই লতিকাদি খুঁজে পেলো না। লতিকাদিকে ভাবতে দেখে অসীম আবার হেসে বল্ল,—"আচ্ছা লতিকাদি, মিনতির জীবনে আসা এমন কোন লোককে কি আপনার মনে পড়ে যে শুধু একটা রাত্রের আশ্রয় চেয়েছিল মিনতির কাছে—শুধু একটু নিরালায় লেখাপড়া করবার জন্য; মনে পড়ে না অসীমকে—যে একদিন রাত্রে কত গুলো বই হাতে করে এসেছিল মিনতির কাছে?"—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অসীম চেয়ে থাকে।

পনেরো বছর আগের স্মৃতির পাতা হাঁতরে লতিকাদির মনে পড়লো অসীমকে। অসীমের চেহারা লতিকাদির মনে না থাকলেও 'অসীম' নামটা লতিকাদির মনে ছিল; কারণ অসীম সম্বন্ধে সব ঘটনাই মিনতি লতিকাদির কাছে খুলে বলেছিল। লতিকাদি বলেছিল,—ওলো এরকম লোক আমাদের জীবনে আসে না, এরা হঠাৎ এসে পড়ে। ধরে রাখলে সুখী হতিস ছুঁড়ি। মর সারাজীবন চূণকালি মেখে—ঐ চেষ্টা করেই কাটা। ওলো আমাদের তো দিন শেষ হয়ে এলো, আমাদের কথা ছেড়ে দে—কিন্তু তোর জীবনের অনেকটা পথ যে এখনো বাকি—এখন কিছু গুছিয়ে না নিলে—বয়স হলে শুধু চূণকালি মাখাই সার হবে, বুঝলি? পুরুষ মানুষকে ধরে রাখবার বীজমন্ত্রও শিখিস নি ছুঁড়ি?"

এখন লতিকাদি অসীমকে চিন্তে পারলো; হেসে বল্ল,—চিন্তে পেরেছি ভাই, কতদিনের কথা বল তো?"

—হ্যাঁ, অনেক দিনেরই কথা লতিকাদি, যাক্, মিনতি কেমন আছে? এখানে আছে না অন্য কোথাও চলে গেছে?

—তার থাকা না থাকার কোন মানেই হয় না ভাই, চলে সে যাবেই শুধু তোমার জন্যে দিন গুন্‌ছে।

—মানে?—বিস্ময়ে অসীম জিজ্ঞাসা করলো।

লতিকাদি বল্ল,—"এসো আমার সঙ্গে।"

(৭)

লতিকাদিকে অনুসরণ করে অসীম একটা ঘরে এসে দাঁড়ালো। ঘরে একটি কালিপড়া হারিকেন জ্বল্‌ছে—তাই ঘরের সব কিছু স্পষ্ট করে দেখা যায় না। লতিকাদি অসীমকে একটা চেয়ার ঝেড়ে দিল বসতে—চেয়ারটার ওপর কতদিনের যে ধূলো জমেছিল তার ঠিক নেই—হারিকেনের স্বল্পালোকে যতদূর দেখা যায় তাতে অসীম বুঝলো—ঘরে আসবাব পত্র বল্‌তে আজ আর কিছু নেই। ঘরের চারিধারেই যেন দীনতা এবং অনাহূত এক পুঞ্জিভূত বেদনা রাশি বিরাজ করছে। দূরে অপরিসর একটি তক্তার ওপর মলিন-ছিন্ন বিছানায় কে যেন ঘুমচ্ছে। বিছানাটির অবস্থা দেখে অসীম শিউরে উঠলো, এতেও মানুষ সুখে নিদ্রা যেতে পারে! এ ঘরে তার যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসতে লাগলো। অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করল,—"লতিকাদি মিনতিকে একবার তাড়াতাড়ি ডেকে আনুন না, আমায় আবার যেতে হবে তো……।"

লতিকাদির চোখে জল এলো। মানুষের জীবনে সময় সময় এমন একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত আসে যখন সে নিজকে হারিয়ে ফেলে, তার সব কিছু প্রকাশ পায় দু'ফোঁটা অশ্রুর সাহায্য নিয়ে। তাই যুগযুগ ধরে অশ্রুই হয়েছে নারীর একমাত্র সম্বল—একমাত্র আপনার জন, আত্মীয়, বন্ধু, সাথী—অসময়ের সব কিছু। লতিকাদিকে তবুও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অসীম অধৈর্য্য হ'য়ে বল্ল,—লতিকাদি, একবারটি তাকে ডেকে দিন – সত্যি বড় দরকার।"

লতিকাদির অন্তরের চিরন্তনী নারী কেঁদে উঠলো। ধরা গলায় দূরে ছিন্নমলিন শয়ানে শায়িত মৃত্যু পথ যাত্রী মিনতির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্ল,—"ওই তো তোমার মিনতি ; ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি!"

—মিনতি!—অসীম নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলো রোগ শীর্ণা মিনতির দিকে। তারপর দৌড়ে গেল মিনতির কাছে, বসলো তার পাশে—চেয়ে রইল মিনতির ক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখের দিকে। যে মিনতির চোখের সৌন্দর্য্য একদিন তাকে যশের উচ্চ শিখরে তুলেছিল, যে মিনতির সৌন্দর্য্য এ বাড়ীর সকল দেহোপসারিনীদের ঈর্ষার বস্তু হয়ে উঠেছিল, আজ সেই মিনতির সেই আঁখি-সৌন্দর্য্য, সেই তনুশ্রী কোথায় গেল? আজ কালের পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে রূপসী মিনতি, রূপহীনা শীর্ণা মিনতিতে পরিণত হ'য়ে তক্তার ওপর নিদ্রা যাচ্ছে। জীর্ণ শরীর তার বিছানার সঙ্গে পাত হয়ে

গেছে। দেহের প্রত্যেকটি হাড় বোধ হয় একটি একটি করে গোণা যায়। গায়ে তো একটি গহনা বল্‌তে কিছু নেই-ই তার ওপর পরনে মলিন ছিন্নপ্রায় শাড়ীখানি তার জীবনের দৈন্য এবং জীর্ণতাকে আরো প্রকট্ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। চোখের কোলে মিনতির চিরকালই কালি মনে হয়, কিন্তু তার এই কালির জন্যই আগে তার আঁখি সৌন্দর্য্য এত আদরণীয় ছিল। কিন্তু আজ সেই কালি তার জীবনের কুরূপটা এত বেশী প্রকট ভাবে দেখাচ্ছে যে অসীমের চোখে জল এলো। কতদিন হয়তো স্নান করেনি, গায়ে ময়লা জমে রয়েছে, মাথাটি ঠিক পাখীর বাসার রূপ নিয়েছে— সেদিনকার মিনতির সঙ্গে আজকের মিনতির কোন সাদৃশ্যই অসীম খুঁজে পেলো না। একটা সিগারেট ধরিয়ে অসীম জিজ্ঞাসা কর্‌লো—"লতিকাদি, মিনতির চিকিৎসা কিরকম হচ্ছে ?"

—আর ভাই চিকিৎসা! যতদিন ওর গায়ে কিছু ছিল, ততদিন ভালই হচ্ছিল। তারপর একে একে যখন ঘরের দামী আসবাবপত্র থেকে গায়ের গহনাগুলো পর্য্যন্ত গেল, তখন ডাক্তার বাবুকে মিনতি করে বলেছিলুম—ডাক্তার বাবু, বড় গরীব, যদি ওষুধের দামটা কিংবা আপনার ফিটা ছেড়ে দেন......তাতে ডাক্তার বাবু হেসে বল্লেন,—আমি তো আর দানছত্র খুলে বসে নেই, যেখানে বিনা পয়সায় হয়, সেখানে দেখাগে যাও। তারপর থেকে আমিই মিনির

সব ভার নিয়েছি ভাই। আমার ঘর তুলে দিলাম, দুটো ঘরের তো ভাড়া চালাতে পারবো না। ঘরের জিনিষগুলোও বিক্রি করে দিলাম। এখন এই ঘরেই আমরা দু-জনে থাকি।

—যাক্‌গে, ডাক্তারটির নাম কি?—অসীম জিজ্ঞাসা কর্‌লো।

—সত্য ঘোষাল, না কি, মুখপোড়া ঐ পুঁটির ঘরে যায়। তার আবার দেমাক কত! তাও মাগিটার গায়ে একটা গহনা দিতে পেরেছে?—মর আবাগীর বেটা।

অসীম ঘুমন্ত মিনতির দিকে চেয়ে ভাবলো—এরাও আজ শিক্ষিত ডাক্তার বলে নিজেদের মনে করে। একটা গরীবের জীবনের চাইতে তার ভিজিটের দুটাকার মূল্য বেশী হোল—রাফিয়ান্ স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার।

—যাদের পুঁজি অল্প তাদের রিক্ত হতেও বেশী দেরী লাগে না লতিকাদি, এর জন্যে দুঃখ করবার কিছু নেই। যাক্‌গে মিনতির ওষুধ পত্র আছে?

—না ভাই। কাল ডাক্তার বাবুকে আনবার জন্যই তো আজ আবার চূণকালি মেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম।—লজ্জায় লতিকাদি মাথা হেঁট কর্‌লো।

অসীম নির্ব্বাক বিস্ময়ে লতিকাদির দিকে তাকিয়ে রইল, তার চোখে তখন অশ্রু টলমল করছে।

মনে মনে বল্ল,—লতিকাদি লোকে তোমাদের অস্পৃশ্য সমাজচ্যুত, পাপকার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, বলে; তোমাদের ছায়া

মাড়ালে নাকি নরক বাস। কিন্তু আজ আমি বল্‌ছি তোমরা হচ্ছ সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি। অবিচার, অত্যাচার, নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা তোমরা সহ্য কর বিনা প্রতিবাদে। যে সমাজে লতিকাদি, তোমার মত মেয়ে বাস করে, সে সমাজ যে আজ কত উচ্চে তা আজ তোমাকে দেখে আমি বুঝতে পারছি। অসীম বল্ল,—একটু কাগজ আছে?

—ঐ টেবিলে দেখতো—একটা খবরের কাগজ আর একটা গানের খাতা আছে বোধ হয়।

অসীম টেবিলের কাছে গিয়ে দেখলো একটা প্রায় পনেরো বছর আগেকার পুরনো আনন্দবাজার পত্রিকা ধূলিমলিন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অসীম কাগজটাকে দেখতে লাগলো। লতিকাদি বল্ল,—"ও কাগজটা নাকি অনেকদিনের, ওটা মিনির বড় প্রিয়, কিছুতেই ওটা ফেল্‌তে দেয় নি, কেন যে জানি না।"

অসীম বুঝলো, পনেরো বছর আগে একদিন এই কাগজ সে নিজেই কিনে এনেছিল মিনতির জন্য। অসীমের চোখে নূতন করে জল এলো। তাড়াতাড়ি গানের খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে তাতে লিখলো—

প্রিয় রবি,

তুই এখুনি একবার আমার সোফারের সঙ্গে এখানে চলে আসবি, সঙ্গে ষ্টেথিস্কোপ আর ডাক্তারি ব্যাগটা নিতে ভুলিস নি যেন। রবি, আমার এ বিশ্বাস আছে, সোফার

তোকে যেখানেই নিয়ে আস্থক না কেন, আমি যখন ডেকেছি, তুই না এসে থাকতে পারবি না। তাড়াতাড়ি আস্‌বি ভাই—নইলে আমার সব চাইতে বড় ক্ষতি হ'য়ে যাবে—পরে সব খুলে বল্‌বো।

তোর—
'অসীম'

চিঠিটা নিয়ে অসীম গেল ওর সোফারের কাছে, বল্ল,—"রামসিং, তুম্ তুরন্ত সে চৌডরী ডাগ্দার সাবকো পাশ চল্ যাও—এ চিঠিঠো উনকো দেনা, ওউর উনকো ভি হিয়া লেআনা—জল্‌দি।"

রামসিং সম্মতি জানিয়ে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

(৮)

অসীম ফিরে এলো। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করলো,—আচ্ছা লতিকাদি, নতির কোন দেনা পত্তর আছে কি ?

—দেনা বেশী নেই ; সব ভাই আমি প্রায় শোধ করে এনেছি। শুধু ঘরের ভাড়াটাই যা ওর ক'মাসের বাকী পড়েছে।

—এ বাড়ীর মালিক কে ?

—মালিক অবশ্য একজন আছে, সে শুধু নামেই মালিক, কাজে কিছু নয়। এ বাড়ীর সব কিছু দেখা শোনা করে ফিরোজা বাড়ীওয়ালী—বাড়ীওয়ালা মুখ পোড়ার······

—থাক্ আর বল্‌তে হবে না, তাকে একবার ডেকে আন্‌তে পারেন ?

—এখুনি ডেকে আনছি, ওপরেই থাকে।—বলে লতিকাদি ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। অসীম মিনতির দিকে চেয়ে মূক হয়ে বসে থাকে।

—দিদি আছো নাকি ?—দোতলার একটা ঘরের দরজার কাছে গিয়ে লতিকাদি ডাক্‌লো।

—আছি, কেরে ?

—আমি লতি।

—একটু দাঁড়া।—আয় ঘরে আয়। ফিরোজা বাড়ী-ওয়ালা ঘরে বসে পান সাজছিলেন। তার সর্ব্বাঙ্গে সদ্য প্রসাধনের আলো ঝিকিমিকি করছিল। একটা বিরাট পানের খিলি মুখে পুরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"হঠাৎ এ সময় যে ? বিশেষ কোন দরকার আছে নাকি ?" তিনি যে লতিকাদির আগমনে সন্তুষ্ট হননি, তার মুখ দেখে বোঝা গেল।

লতিকাদি কিন্তু কিন্তু করে বল্ল,—"না, আমি জানতে এসেছি আমাদের ক'মাসের ঘর ভাড়া বাকী আছে।"

—এখনি শোধ করে দিবি নাকি ?—বাড়ীওয়ালীর কণ্ঠে শ্লেষের স্বর ধ্বনিত হোল।

হ্যাঁ—।

বাড়ীওয়ালা বাবুটী এতক্ষণ কোন কথা না বলে তাদের পেসেন্স খেলাতেই মত্ত ছিলেন। হঠাৎ বাড়াভাড়ার

কথা কানে যেতে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না, বল্লেন,—"এ আর জানবার কি আছে—তোমার সব ক'মাসের ভাড়াই তো বাকী।"

লতিকাদি চোখ কপালে তুলে বল্ল,—"সে কি বাড়ী-ওয়ালাদা! গেল মাসে যে আমি বোশেখ জষ্টির ভাড়া দিয়ে দিলুম, তারপরের ক'মাসের ভাড়াতো শুধু আপনি পাবেন।"

—"তা, সত্যি তবে সেটা কোন বছরের দেখো। এটা হচ্ছে ১৩৫১ সাল, আর সেটা যে ১৩৪৯ সালের ভাড়া দিদি। আমার নাম রসিকলাল, আমার কি ভুল হতে পারে?"—বলে তিনি আবার তাস খেলায় মগ্ন হ'লেন। বাড়ওয়ালী গিন্নি কি একটা কথা বল্‌তে যাচ্ছিল, লতিকাদি বাধা দিয়ে বল্লেন,—বেশ অতো কথা কাটাকাটির দরকার নেই, যিনি ভাড়া দেবেন নীচে রয়েছেন, তা বাড়ীওয়ালাদা কি একবার আমার সঙ্গে নীচে যাবেন?

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, এখুনি এখুনি।" বাড়ওয়ালী গিন্নির কথার অপেক্ষা না ক'রে রসিক বাবু লতিকাদির অনুসরণ করলেন। যাবার সময় বাড়ীওয়ালী গিন্নির দিকে আড় চোখে তাকাতে কিন্তু ভুল্‌লেন না। নীরবে কি কথা হোল কে জানে।

অসীম তখনো মিনতির বিছানার দিকে স্থির নেত্রে চেয়েছিলো। পায়ের শব্দে সম্বিত ফিরে পেয়ে চেয়ে দেখলো—লতিকাদি আসছে আর তার পেছনে বাড়ীওয়ালা। বাড়ী-ওয়ালাকে দেখে একটা নমস্কার করে অসীম জিজ্ঞাসা

কর্‌লো,—আপনিই কি এ বাড়ীর মালিক ?”

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর বলি কি করে বলুন।—হাত কচলাতে কচলাতে রসিকলাল জবাব দিল।

অসীমের চেহারা এবং বেশভূষা দেখে রসিক বাবু বুঝলেন—মক্কেল মালদার। তাঁর ধারণাই ছিল যে লতিকাদির ঘরে অসীমের মত লোকের শুভাগমন হ'তে পারে। তাই মনে তাঁর আশা হোল, যে ভাড়া আদায়ের আশা তিনি একেবারে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন, আজ হয়তো তা সুদে আসলে আদায় হয়ে যাবে। অনাদায় ভাড়ার আদায়ের পুলক তাঁকে বিচলিত করে তুললো।

—আপনি দাঁড়িয়ে কেন, ঐ চেয়ারটায় বসুন না।

রসিক বাবু জড়সড় হ'য়ে বস্‌লেন।

—দেখুন এঁদের ঘর ভাড়া ক'মাসের বাকী পড়েছে আমাকে জানাতে পারেন কি ?

—“নিশ্চই, নিশ্চই, এখুনি।”—তারপর মনে মনে হিসেব ক'রে বল্লেন,—“তা আপনার বছর দুয়েকের বাকী পড়েছে।”

লতিকাদি প্রতিবাদ ক'রে বল্ল,—“সে কি দাদা ? আপনি যে সেদিন বল্‌লেন আর ছ'মাসের ভাড়া দিলে সব শোধ হ'য়ে যাবে, আর আজ......”

—নারে পাগলী না ; তুই ভুল শুনেছিস। রসিক লালের ভুল হয় না। সে বলেছিলুম ১৩৪৯ সালের ভাড়া শোধ হবে। আর এক' বছরের ?

—জানিনা দাদা তোমরা কত রকমে হিসেব কর।

অসীম ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে বল্ল,—"অত কথা কাটাকাটির দরকার কি? তোমার কাছে বিল আছে তো— সেগুলো দেখলেই বোঝা যাবে ক'মাসের কিংবা ক'বছরের ভাড়া বাকী আছে।"

—ও আমার পোড়া কপাল!—লতিকাদি কপালে করাঘাত করে বল্লেন,—"তাকি ছাই পেয়েছি নাকি?"

—এ কিরকম! টাকা দিয়েছ' বিল তো পাওয়া উচিত।

—বাড়ীওয়ালাদাকে তো কতদিন বলেছি—দাদা ভাড়া দিলুম বিলটা দেবেন না? তা আপনিইত' আজ দেবো, কাল দেবো, আজ বিল ছাপান নেই বলে এতদিন কাটিয়ে দিয়েছেন।

বাড়ীওয়ালা রসিক বাবু একটু বিপদে পড়লেন। কিন্তু ঝানু লোক; এ পাড়ায় থেকে লোক চরিয়ে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লেন,—"সে কি কথারে লতি! ভদ্রলোক সজ্জন ব্যক্তির সামনে আমায় চোর বানাতে চাস? ভাড়া দিয়েছিস আর বিল দেবোনা সে কি হয়। তুই তো একদিন বল্‌লি—দাদা বিল নিয়ে কি হবে, আপনি কি ভাড়া বেশী নেবেন—ওগুলো আপনার কাছে থাকাও যা আমার কাছেও তা। তা বেশ বিল আমি এখুনি দিয়ে দিচ্ছি। এ পাড়ার মাগীদের আবার মানুষে বিশ্বাস করে?"

বাড়ীওয়ালার শেষের কথাটা শুনে বাড়ীওয়ালাকে চিন্তে আর অসীমের বাকী রইল না। এমন সময় একটু 'উঃ' করে মিনতি পাশ ফিরতেই অসীম বল্ল,—"বেশ আপনার যতদিনের ভাড়া বাকী পড়েছে হিসেব করে তাড়াতাড়ি একটা বিল নিয়ে আসুন।"

—কিন্তু টাকাটা কি এখনই পাওয়া যাবে?—হাত কচলাতে কচলাতে বাড়ীওয়ালা জিজ্ঞাসা কর্‌লো।

অসীম মিনতির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্ল,— "বিল কি আপনি টাকা না পাবার আগেই দিয়ে দেন?"

—না, না, আমি এমনি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম।—বলে রসিকলাল আনন্দিত হ'য়ে তড়িৎ পদক্ষেপে বেড়িয়ে গেল।

রসিকলালকে হুড়মুড় করে উঠ্‌তে দেখে ফিরোজা এক গাল হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌লো,—"হ্যাঁ গা, সত্যি কি লতি সব ভাড়া চুকিয়ে দিলে নাকি?"

—মাগীর কথা শোন। বলি দেবেনাই বা কেন?— এত' আর তোদের চুনোপুঁটি বাবু নয়—একেবারে বৃহৎ রোহিত মৎস্য, বুঝলি? তবে জানিস, বড় ভুল হ'য়ে গেল। ইস্ আরো যদি বছর দুয়েক বাড়িয়ে বল্‌তুম তা' হলে—যাক্ গতস্য শোচনা নাস্তি।

—আ মর মিন্‌সে; তা আমার কানের কাছে বকে মরলে কি হবে? কথায় বলে "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।"

(৯)

বাড়ীওয়ালা রসিকলাল ভাড়া নিয়ে আনন্দিত এবং হৃষ্ট মনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অসীম মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্ল।

—দেখুন ন্যায় আর অন্যায়—এদুটো মিলেই তো আমাদের জীবনে এত কেনর' স্থষ্টি করেছে—ওদুটো থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করবেন।—অসীম তাড়াতাড়ি ফিরে চাইল মিনতির দিকে, দেখলো মিনতি কথাটা বলতে বলতে হাসছে। অসীম বুঝলো ডিলিরিয়াম-এর ঘোরে মিনতির মুখ দিয়ে আজ পনেরো বছর আগের কথা ফুটে উঠছে। অসীম একটু বিচলিত হ'য়ে উঠলো—লতিকাদি এ-সময় গেল কোথায়? অসীম একটু ব্যগ্রভাবে দরজার দিকে তাকালো। দেখলো লতিকাদি এক কাপ চা নিয়ে আস্‌ছে। লতিকাদি চায়ের কাপটা অসীমের হাতে দিতেই, অসীম বাধা দিয়ে বল্ল,—চা আবার কেন লতিকাদি?

—চা যে তুমি খেতে ভালবাস' ভাই—মিনতি আমায় সব বলেছে। আজ ও ভাল থাকলে, তোমাকে আর বাজারের তৈরী চা খেতে হোত না ভাই—তোমার মিনতিই করে দিত।

মিনতি আবার ভুল বক'ছে—

—ভীমনাগের সন্দেশ দিয়েতো আর আপনাদের অভ্যর্থনা করবার সামর্থ্য আমাদের নেই—তাই চা দিয়ে সস্তার

ওপর কিস্তি মারা হোল, আর ওদিকে য়্যারিস্টোক্রেসীও বজায় রইল—মিনতির মুখে একটা করুন হাসি ফুটে উঠলো যা অসীমের অন্তরের অন্তঃ কোণে একটা ব্যথার সঞ্চার কোরলো।

—থাক লতিকাদি, পাখা করতে হবে না - জানালা দিয়েইত' বাতাস আসছে।—চায়ে চুমুক দিয়ে অসাম বল্ল,—"এ রকম ভুল নতি কতদিন বক্‌ছে ?"

লতিকাদির পাখা চালানোর বিরাম নেই। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বল্লে,—"এ রকম ভুলত' অনেকদিন থেকেই বক্‌ছে—তোমার কথা সব সময় মুখে লেগে আছে।".

অসাম কিছু বল্ল না—বলবার কিছু তার ছিল না ; শুধু নীরবে বুকভরা ব্যথা নিয়ে চেয়ে রইল মরণোন্মুখ মিনতির দিকে। দেখলো মিনতি হাত বাড়িয়ে কাকে ধরতে যাচ্ছে—কিন্তু হাতটা শিথিল হ'য়ে পড়ে যেতেই বল্ল,—"লতিকাদি···

—এই যে ভাই মিনি আমি তোর কাছেই বসে আছি।—বলে লতিকাদি মিনতির কাছে এগিয়ে গেল।

—ও আজো এলোনা লতিকাদি—কিন্তু বলে গিয়েছিল যে আসবে। যাবার সময় একবার দেখাও করে যেতে পারবো না ওর সঙ্গে—ও যদি আসে, আমায় যে চা করে দিতে হবে—উঃ কি চা-ই না খেতে পারে, ঠিক আমার মতো—ও—ও বোধ হয় আমার মতো দার্জ্জিলিংএ জন্মেছিল, না লতিকাদি ?

—তাই হবে বোধ হয়।—লতিকাদির চোখ জলে ভরে

এলো। অসীম শুধু জানলার ভেতর দিয়ে মূক হয়ে পথের পানে তাকিয়ে রইলো—এখনো রবি এলো না ?

—একটু জল ! —মিনতি জল চাইল।

লতিকাদি মিনতির মুখে জল ঢেলে দিল। কিছুটা গলায় গেল, কিছুটা কস্ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। অসীম তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে মিনতির মুখ মুছিয়ে দিল।

—ও এলে আমায় ডেকে দিও লতিকাদি—বলে মিনতি ফের অচৈতন্য হয়ে পড়লো।

—দেখলেত' তোমাকে আজো ভুলতে পারলো না।—বলে লতিকাদি অসীমের দিকে চাইলো।

এমন সময় বাইরে মোটরের হর্ণ বেজে উঠলো। "ঐ এলো বোধ হয়" বলে অসীম তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল। সদর দরজার কাছে যারা চুণকালি মেখে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা একপাশে সরে দাঁড়ালো। অসীম গিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলে রবিকে দেখে বল্ল,—"তুই এসেছিস রবি ? আমি জানি তুই না এসে থাকতে পারবি না। তুই যে ঝড়ের আগে এটো পাতা—আয়।"—বলে রবিনের ডাক্তারি ব্যাগটা নামাতে নামাতে বল্ল,—"রামসিং তুমি বড় রাস্তায় গাড়ী রাখো—আর বাজার থেকে কিছু খেয়ে নাও—এই নাও টাকা।—গাড়ীতেই থেকো যেন।"

—জি সরকার।—বলে রামসিং গাড়ী নিয়ে চলে গেল। রবিনকে নিয়ে অসীম মিনতির ঘরে এলো। ঘরে ঢুকতে

ঢুকতে অসীম বল্ল,—"কোন প্রশ্ন তুলিস না রবি।"

—কোন দিন তো প্রশ্ন তুলিনি সীমা, তবে আজ ও কথা বলছিস কেন—আমি ডাক্তার, এ কথা আমি ক্ষণিকের জন্যও ভুলিনারে, চল, চল।

রবিন অসীমের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো। লতিকাদি মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে জড়সড় হ'য়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো। অসীম এবং রবিন মিনতির কাছে এগিয়ে গেল।

—রবি এতদিন জার্ম্মানী, সিকাগো ঘুরে যা শিখেছিস, তার সবগুলো খরচ করে ফেল ভাই আজ।

রবিন ষ্টেথিস্কোপটা কানে লাগাতে লাগাতে একবার অসীমের দিকে চেয়ে দেখলো। অসীম জানে রবি রোগীকে পরীক্ষা করবার সময় বেশী কথা বলে না, তবু অসীম বল্ল,—"রবি ওকে বাঁচিয়ে তোল ভাই, ও গেলে আমার যে কত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে—একদিন তোকে তা বলব।"

রবিন কোন কথা বল্ল না। মিনতিকে সব রকম ভাবে পরীক্ষা করে ষ্টেথিস্কোপ খুলে ফেল্ল।

অসীম ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলো—কি রকম দেখলি রবি ?—বাঁচবে তো ?

চেয়ারে গাটা এলিয়ে দিতে দিতে রবি বল্ল—"Too late! অন্ততঃ আর কিছুদিন আগেও যদি আমায় জানাতিস, তাহলে এঁকে আমি জীবনের মতো ভাল করে দিতাম—অন্ততঃ এ রোগটা আর হোত না।"

অসীম লতিকাদিকে বাইরে যেতে বলে রবিকে জিজ্ঞাসা করলো—"রোগটা কি দেখলি ?"

—পেটে ক্যানসার হয়েছে। লিভারটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

অসীম স্তব্ধ বিস্ময়ে রবিনের মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরলোনা। অসীমকে দেখে রবি তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বল্ল,—"ভয় কিরে, আমিতো এসেছি—দেখা যাক্ কতদূর কি করতে পারি।"

ইনজেক্‌সনের সিরিঞ্জটা ঠিক করতে করতে রবি বল্ল,—"মেয়ে ছেলেটিকে ডাক এবার।"

অসীমের ডাকে লতিকাদি ঘরে এসে মিনতির একপাশে গিয়ে বসলো। অসীম মিনতির মাথার কাছে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। রবিন একটা ইনজেক্‌সন দিল মিনতিকে।

(১০)

রবিনের ইনজেক্‌সন খুব ফলপ্রদ হোল—কিছুক্ষণের মধ্যে মিনতি জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ চাইল। অসীম এবং লতিকাদির মুখে প্রফুল্লতা দেখা গেল—কিন্তু রবিনের মুখের কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হোল না। মিনতি একবার সকলের দিকে চেয়ে দেখলো। তারপর লতিকাদিকে ইসারায় ডেকে তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

লতিকাদি জিজ্ঞাসা করলো—"আমায় কিছু বলবে ?"

—ও এলোনা লতিকাদি—সময় যে হ'য়ে এলো লতিকাদি—যাবার সময় একবার……

অসীম মিনতির মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বল্ল,—"আমি তো এসেছি, আমায় চিনতে পারছো না ?"

মিনতি উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে উঠলো—"তুমি ! তুমি এসেছো, কে বলে ভগবান নেই—কিন্তু কেন এত দেরী করে এলে ? আর কিছুক্ষণ আগে আসতে পারলে না ?—" মিনতি উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলো। রবিন ছুটে এসে মিনতিকে বাধা দিয়ে বল্ল,—"আপনি বেশী কথা বলবেন না—" তারপর অসীমের দিকে চেয়ে বল্ল,—"সীমা তুই ওদিকে গিয়ে বোস—যা।" অসীমের চোখে জল দেখা গেল।

অসীমের একটা হাত ধরে মিনতি রবিনের দিকে কাতর নয়নে চেয়ে বল্ল,—"না-না ও আমার কাছেই বসুক। অনেক—অনেক কথা বলবার আছে যে। আজ না বললে আর তো বলতে পারবে না—তুমি আমায় ফেলে চলে যেও না।"—বলে অসীমের দিকে সজল চোখে চেয়ে রইল।

অসীম নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলোনা রুদ্ধ আবেগে বল্ল,—"না না মিনতি, আর আমি তোমায় ফেলে যাবো না—তাইতো আবার ফিরে এসেছি তোমারই কাছে।"

মিনতি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্ল,—"তুমি যাবে না—আমায় ফেলে কোথাও যাবে না—বাঁচলাম আঃ কি আনন্দ আজ, আমার। তুমি আমার কাছে আরো সরে এসো—

আরো কাছে। আর আমার মরতে দুঃখ নেই—তোমার কোলে মাথা রেখে যেতো পারবো—এই আশাই আমি এতদিন করে এসেছি। একটু জল……”

লতিকাদি মিনতিকে জল খাইয়ে দিলো। মিনতি জল খেয়ে একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে বল্ল,—দেখো ঘরে কেউ নেই তো ?

—কেন বল ?

—আজ আমি বলবো—

—কি নতি ? কি বলবে ?

—যা তুমি জানতে চাওনি—আমার পরিচয়ের কথা—আমার অধঃপতনের কথা—আমার কলঙ্কের কথা।

—সে তো পেয়েছি নতি। আমি শুধু তোমাকেই চেয়েছিলাম, তোমার পরিচয়তো জানতে চাইনি।

—জানতে চাওনি বলেই তো আজ আমার সব কিছু বলে যাওয়া দরকার……

রবিন উঠে এসে বল্ল,—“আপনি মানুষ, আপনি বাংলার মেয়ে, আপনি মিনতি দেবী— এই তো আপনার সব চাইতে বড় পরিচয়—এর চাইতে ছোট পরিচয়ের প্রয়োজন আছে কি ? যাক্ আর আপনি বেশী কথা বল্‌বেন না।”

মিনতি উত্তেজিত হ’য়ে বল্ল,—“কে ? কে তুমি ?”
রবিন হেসে বল্ল,—“আমি ?—কেউ নই, কিছু নই !”

—ঐ দেখো ও আমাদের মাঝে আস্‌ছে। ওকে যেতে

বল, ওকে তাড়িয়ে দাও, ভাল হচ্ছে না বল্‌ছি—তুমি চলে যাও—যাও। ওঃ বুঝেছি,—তুমি ডাক্তার, না?—তো তুমি এখানে কেন? তোমায় আমার প্রয়োজন নেই। আমার যাকে প্রয়োজন তাকেতো আমি পেয়েছি। তুমি তো সামান্য ডাক্তার, তুমি তো দেবতা নও।

(১১)

মিনতির পরিচয় আমি পাইনি—অসীমও না; তাই অশ্রু, মিনতির পরিচয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস তোমাকে জানাতে পারলাম না। এর জন্য রবি দায়ী কিনা তাও বল্‌তে পারি না—এর বিচার তুমি ক'রো; তাছাড়া ওদের পরিচয় তো জানবার দরকার করে না—ওদের কপালে খোদাই করা থাকে ওদের পরিচয়—আমরা পড়ে দেখবার সময় পাই না। ওদের চাহুনিতে আমরা দেখি কামনার বহ্নি শিখা, তা'তে তা থাকে না, থাকে ক্ষুধার তীব্র জ্বালা। ওদের হাসিতে আমরা দেখি আনন্দের উচ্ছ্বাস, কিন্তু তাতে উচ্ছ্বাস—থাকে না, থাকে বুক ফাটা আর্ত্তনাদ। হাসির মধ্যে যে, বোবা কান্না লুকনো থাকে, আমরা তা দেখতে পাইনা, দেখবার প্রয়োজনও মনে করি না। পতিতার ঘরে যারা শুধু পতিতাকেই খুঁজতে আসে, তারা মস্ত বড় ভুল করে অশ্রু।

—দূরে ওই যে দেখা যায় বিরাট গর্ব্ব মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ওর পায়ের তলায়......মনে আছে মংলু,

তোতে আর আমাতে দুপুর বেলায় সকলকে লুকিয়ে পাহাড়ি খাদ দেখতে গিয়েছিলুম……তোর হয় তো মনে নেই, কিন্তু আমার মনে আছে রে, আমি ভুলিনা……সেদিন সূর্য্য উঠেছিল, কিন্তু সে ছিল ক্ষণিকের জন্য……চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় দিয়ে ঘেরা……হিমালয়ের বুক থেকে তাদের কেটে নেওয়া হয়েছে তাই তারা হিমালয়ের মতোই সুন্দর। এদের কোলে কোলে কালো কালো বড় বড় গাছ এমন সুন্দর ভাবে সাজানো রয়েছে…আমার তো ভাই মনে হয় যেন কোন অনাদি কালের শিল্পী—তার নিপুণ হাতের ছোঁয়াচ দিয়ে গেছে প্রকৃতির বুকে……"

অসীম বুঝলো মিনতি আবার ভুল বকতে সুরু করেছে। রবিনকে বল্ল—"রবি আর একটা ইনজেকশন……" রবিন বাধা দিয়ে বল্ল,—"hopeless—কোন ফল হবে না—
শুধু—শুধু কষ্ট বাড়বে—ওকে ছেড়ে দে সীমা।"—বল্‌তে বল্‌তে রবির স্বর কেঁপে উঠলো।

অসীম অশ্রু সংবরণ কর্‌তে কর্‌তে রুদ্ধকণ্ঠে বল্ল,—"কিন্তু রবি……"

—আঃ সীমা—তুই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস—doctors can never give life.

—ভারী সুন্দর জায়গাটা না? আমার বড় ভালো লাগে। আয় আয় এখানে একটু বসা যাক। কি সুন্দর জায়গাটা বলতো। এতদিন তুই আমায় কি ক'রে ভুলে

ছিলিরে মংলু, মন কেমন করতো না?……ঐ দেখ, ঐযে সেই গাছটা যে গাছটা থেকে তুই একদিন পড়ে গিয়েছিলি—মা আমায় কত বক্লেন—মনে নেই তোর?—তুই একটা কিছু না। গাছটা কত বড় হ'য়েছে দেখ, সেদিন ক—তো ছোট ছিল, না?"

ভুল বকতে বকতে হঠাৎ মিনতি চীৎকার ক'রে উঠলো—"জল, জল।" অসীম তাড়াতাড়ি জল নিয়ে মিনতিকে খাইয়ে দিল।

জল খেয়ে মিনতি বল্ল,—"আঃ কি শান্তি! আর একটু জল দেবে?—আর একটু কাছে এসো লক্ষিটী—আর একটু।"

অসীম জল দিতে যাচ্ছিল। রবিন বাধা দিয়ে বল্ল,—"আর জল দিসনা সীমা।"

মিনতি কোন কথা বল্ল না; শুধু অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রবিনের দিকে। তারপর নিজের মাথাটা ধীরে ধীরে অসীমের কোলের ওপর রাখলো। অসীম সযত্নে মিনতির মাথাটা নিজের কোলের ওপর রেখে ওর মাথায়-গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। মিনতি ঘরের চারিদিকে চাইতে চাইতে অসীমকে আঁকড়ে ধরে বল্ল,—"তুমি আমার কাছ থেকে যেওনা—আমার বড় ভয় করছে…"

--কিসের ভয় নতি?—আমি তো তোমার কাছেই বসে আছি

—দেখো না ওরা কিরকম ক'রে আমায় ডাকছে—না—না—না, আমি যাবো না—ওদের বলে দাও আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না……

আঁধারের বুকে প্রকৃতি আর এক পোঁচ কালো রং ঢেলে দিল। মিনতি ধীরে ধীরে অসীমের মুখের দিকে তাকালো। অসীম ঝুঁকে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করলো—"কিছু বল্‌বে ?"

—ক'টা বাজে……

—ক'টা বাজে ?—এই তো বারোটা বাজছে—নতি—নতি—মিনতি—মিনি…… ?

রবিন—লতিকাদি ছুটে এলো। কিন্তু সে ডাকে মিনতি আর সাড়া দিল না। অসীমের ডাক—প্রতিধ্বনিত হ'য়ে অসীম শূন্যের বুকে মিলিয়ে গেল।

আকাশের বুক থেকে একটা তারা খ'সে পড়লো পৃথিবীর বুকে, পৃথিবীর বুকের ওপর একটা অপরিসর জীর্ণ ঘরে ব'সে আমি তা স্পষ্ট দেখতে পেলাম—আমার কলম হোঁচট্ খেল'……..

—অর্ব্বাচীন